কলকাতা উচ্চ আদালত

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় **বিচারপতি কৌশিক চন্দা**

২০০৯-এর সি. আর. আর. নং ১৯৫৮

সহ

আই. এ. নম্বর সি আর এ এন ১ ২০১০-এর (২০১০ এর পুরানো নম্বর সি আর এ এন ১১৬৫)

মেলরি শেয়ার এবং আরেকজন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং আরেকজন

আবেদনকারীদের জন্যঃ

শ্রী দীপঞ্জন দত্ত, উকিল,
শ্রী অমিতাভ মিত্র, উকিল,
শ্রী সুরজিৎ সাহা, উকিল,
শ্রী শুভদীপ ব্যানার্জি, উকিল

২ নং বিপরীত পক্ষের জন্যঃ

শ্রীমতি ঋতুপর্ণা দে ঘোষ উকিল,
শ্রীমতি জ্যোতি সিং উকিল,
শ্রী হরিরাম সিং উকিল
শ্রী এস. ঘোষ, উকিল

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ২১.০৬.২০২৩

বিচার- ১৭.১০.২০২৩

<u>বিচারপতি, কৌশিক চন্দা-</u>

১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এই বর্তমান আবেদনটি ২০০৮ সালের সি.জি.আর. মামলা নং ৪৪৯৯ বাতিলের জন্য দায়ের করা হয়েছে, যা আলিপুর, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) এর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন, ভবানীপুর পি.এস. মামলা নং ৩১৫ তারিখের, ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৩৮৪/৩৭৯/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে ২১ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে।

২. প্রাসঙ্গিক মুহূর্তে আবেদনকারী নং ১, জোনাল ম্যানেজার ছিলেন এবং আবেদনকারী নং ২ ছিলেন এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের ("ব্যাংক", সংক্ষেপে) আইনি প্রধান।

৩. মনে হচ্ছে যে বিপরীত পক্ষ নং ২ ব্যাংকের সাথে "অটো লোনের জন্য চুক্তি" করেছে। মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৩,৭৩,০০০/- টাকা, যা ৭ জানুয়ারী, ২০০৭ থেকে শুরু করে ৭,৮৬৮/- টাকার ৬০টি মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করার কথা ছিল।

৪. স্বীকার করতেই হবে যে, মাসিক কিস্তি পরিশোধে খেলাপি হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে ব্যাংক ৬ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে বিপরীত পক্ষ নং ২-কে ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ জারি করে। মনে হচ্ছে, ২৯ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে, ব্যাংকের লোকজন/এজেন্টরা সংশ্লিষ্ট গাড়ির দখল নিয়েছিল।

৫. গাড়ির এই দখলের বিরুদ্ধে, বিপরীত পক্ষ নং ২ ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৩৮৪/৩৭৯/৫০৬/৩৪ এর অধীনে আলিপুরের বিজ্ঞ মুখ্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি অভিযোগ দায়ের করে। অনুসরণ করে

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে, পূর্বোক্ত এফআইআরটি ভবানীপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৩৮৪/৩৭৯/৫০৬/৩৪ এর অধীনে আবেদনকারী নং ১ এবং ২ সহ চারজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল।

৬. এই আদালত পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধটি আদালতের বাইরে সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাধান করার চেষ্টা করেছিল, যার ফলে এই উদ্দেশ্যে মামলার বেশ কয়েকটি মুলতুবি হয়েছিল। দুঃখজনকভাবে, পক্ষগুলি এই আদালতকে জানিয়েছিল যে নিষ্পত্তি আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে।

৭. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী, শ্রী দীপাঞ্জন দত্ত, যুক্তি দিয়েছেন যে এফ.আই.আর.-এ আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে এমন কোনও অভিযোগ নেই যা ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 384/379 এর অধীনে অপরাধ গঠন করে। অধিকন্তু, শ্রী দত্ত যুক্তি দিয়েছেন যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 506 এর ক্ষেত্রে, একমাত্র অভিযোগ গাড়ি বিক্রি করার হুমকির সাথে সম্পর্কিত যা ঋণ প্রত্যাহার নোটিশের সম্মত ফলাফল হিসাবে হুমকি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। বিপরীতে, এটা স্পষ্ট যে অভিযোগের মাধ্যমে, বিপরীত পক্ষ নং 2 চুক্তির অধীনে ব্যাংককে তার অধিকার প্রয়োগ থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিল।

৮. শ্রী দত্ত যুক্তি দিয়েছেন যে অভিযোগে আঘাতের কোনও অভিযোগ প্রকাশ করা হয়নি। একই কথা এই সত্য দ্বারা সমর্থিত যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারা অভিযোগে অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি দাখিল করেছেন যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারা একটি অ-আমলযোগ্য অপরাধ। যেহেতু কোনও অযৌক্তিক অপরাধ নেই, তাই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারা বিচ্ছিন্নভাবে টিকে থাকতে পারে না।

৯. পরিশেষে, শ্রী দত্ত যুক্তি দিয়েছেন যে, ব্যাংকের জোনাল ম্যানেজার বা আইনি প্রধান, এখানে আবেদনকারীরা, একটি একক ঋণ অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে জড়িত থাকা স্পষ্টতই অসম্ভব।

১০. তার দাখিলের সমর্থনে **শ্রী দত্ত (২০০১) ৭ এসসিসি ৪১৭ (চরণজিৎ সিং চাড্ডা বনাম সুধীর মেহরা), (১৯৭৯) ৪ এসসিসি ৩৯৬ (সর্দার ত্রিলোক সিং বনাম সত্য দেও ত্রিপাঠি), (১৯৯৬) ৭ এসসিসি ২১২ (কে.এ. মাথাই ওরফে বাবু বনাম কোরা বিব্বিকুট্টি) এবং (২০১৩) ১ এসসিসি ৪০০ (অনুপ শর্মা বনাম ভোলা নাথ শর্মা) -এ উল্লিখিত রায়ের উপর নির্ভর করেছেন।**

১১. বিপরীতে, বিবাদী পক্ষ নং ২-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী ঋতুপর্ণা দে ঘোষ যুক্তি দিয়েছেন যে প্রচলিত আইনে যানবাহন অবৈধভাবে আটক করা নিন্দা করা হয়েছে। যদি ব্যাংক ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অবৈধ উপায় অবলম্বন করে যা একটি অপরাধ, তাহলে আদালতকে নিশ্চিত করতে হবে যে সত্য প্রকাশ করার জন্য এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য যথাযথ তদন্ত করা হচ্ছে। যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, যদি যানবাহন অবৈধভাবে আটক করা হুমকি এবং চাঁদাবাজির অপরাধকে প্রমাণ করতে না পারে, তাহলে এই ধরনের আটকের প্রক্রিয়ায় দেওয়া হুমকি একজন ব্যক্তি বা তার সুনামের ক্ষতি করে এমন হুমকি একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

১২. তিনি আরও যুক্তি দেন যে, যদি অবৈধ দখলের প্রক্রিয়ায় কোনও ব্যক্তির খ্যাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে তিনি সর্বদা প্রতিকারের জন্য প্রার্থনা করতে পারেন। নির্দিষ্ট অভিযোগগুলিকে প্রকাশ করা অপরাধের মূল উপাদান অনুসারে একে অপরের থেকে পৃথক এবং স্বাধীন হিসাবে দেখা উচিত। যেহেতু আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগে একটি নির্দিষ্ট মামলা করা হয়েছে, তাই অভিযোগে অভিযুক্ত সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করা উচিত।

১৩. এই ধরনের দাবির সমর্থনে, তিনি **(২০০৭) ২ এসসিসি ৭১১ (আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম প্রকাশ কৌর)-এ** প্রকাশিত রায়ের উপর নির্ভর করেছেন। তিনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ৫ই মে, ২০০৩ তারিখে জারি করা "ঋণদাতাদের জন্য একটি ন্যায্য অনুশীলন কোড" নামক নির্দেশিকাগুলির উপরও নির্ভর করেছেন, যাতে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে উক্ত নির্দেশিকাগুলি বাধ্যতামূলক করে যে ঋণ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কোনও ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতাদের যথাযথ নোটিশ দেওয়া উচিত এবং ঋণদাতাকে অযথা হয়রানির আশ্রয় নেওয়া উচিত নয় এবং ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য পেশী শক্তি ব্যবহার করা উচিত নয়।

১৪. বিরোধী পক্ষ নং ২-এর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল আরও **(২০০৮) ৭ এস. সি. সি ৫৩২ (আই. সি. আই. সি. আই ব্যাঙ্ক ও. শান্তি দেবী শর্মা)**-এ রিপোর্ট করা একটি রায়ের উপর নির্ভর করে যুক্তি দিয়েছেন যে একটি ভাড়া-ক্রয় চুক্তি অর্থপ্রদানকারীকে বল প্রয়োগ করে গাড়ির দখল ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার দেয় না।

১৫. **(২০২০) ১০ এস. সি. সি ৩৯৯ (ম্যাগমা ফিনকর্প লিমিটেড বনাম রাজেশ কুমার তিওয়ারি)**-এ বর্ণিত রায়ের উপর নির্ভর করে, বিপরীত পক্ষের আইনজীবী নং ২-এর পক্ষে উপস্থিত হয়ে বলেছেন যে শারীরিক সহিংসতা, হামলা এবং/অথবা অপরাধমূলক ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা গাড়ির দখল নেওয়া যাবে না। গ্যাংস্টার, গুন্ডা এবং পেশীবাজদের তথাকথিত পুনরুদ্ধারের প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করে এই ধরনের দখল নেওয়া যাবে না।

১৬. যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, আবেদনকারীরা ব্যাংকের জোনাল প্রধান এবং আইনি প্রধান হওয়ায়, তাদের পেশিশক্তিকে প্রভাবিত করে এবং বলপ্রয়োগ করে বিপরীত পক্ষ নং ২-এর গাড়ি আটক করার নির্দেশ দেন।

আবেদনকারীরা অবৈধভাবে গাড়িটি দখল করার একটি সাধারণ অভিপ্রায় ভাগ করে নিয়েছিল এবং এইভাবে তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে এই ধরনের অবৈধ কাজের জন্য মামলা করা যেতে পারে যেন এটি তাদের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে করা হয়েছে।

১৭. আরও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আবেদনকারীদের নির্দেশ এবং নির্দিষ্ট নির্দেশের অধীনে, তাদের কর্মকর্তারা গাড়িটি বিক্রি করার হুমকি দিয়েছিলেন এবং এর ফলে বিপরীত পক্ষের সম্পত্তিতে আঘাত করার হুমকি দিয়েছিলেন এবং তার ব্যক্তিকে আরও আঘাত করার জন্য তাকে হেনস্থা করেছিলেন এবং এইভাবে, তারা দুজনেই ৫০৩ ধারা অনুসারে পরিকল্পিত ফৌজদারি ভয় দেখানোর অপরাধ করেছিলেন এবং ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৬ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছিলেন।

১৮. আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, অপরাধ সংঘটনের স্থানে আবেদনকারীরা উপস্থিত না থাকলেও, আবেদনকারীদের নির্দেশ/নির্দেশনা এবং প্ররোচনায় উক্ত অপরাধগুলি সংঘটিত হয়েছিল। অতএব, অপরাধ সংঘটনের দায় থেকে আবেদনকারীরা অব্যাহতি পেতে পারেন না।

১৯. মামলার যোগ্যতা খতিয়ে দেখার আগে, স্বীকার করা প্রয়োজন যে এই আবেদনটি একটি প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বাতিল করার সাথে সম্পর্কিত। উক্ত এফ. আই. আর-এর প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ

"৪. যখন উক্ত গাড়িটি বালিগঞ্জ ফাড়ি থেকে নফর কুণ্ডু লেন হয়ে চিত্ত রঞ্জন শিশু সদন হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিল (অভিযুক্ত নং ৫), তখন ৫/৬ নম্বরের কিছু বলবান লোক টাটা ইন্ডিকা গাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র সহ মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে অভিযোগকারীকে ধাওয়া করে এবং অভিযোগকারীর কাছে নেমে আসতে বাধ্য করে

অভিযোগকারীর কাছ থেকে গাড়িটি আটক করা হয় এবং গাড়ির সাথে থাকা সমস্ত নথিপত্র, যার মধ্যে রয়েছে টাকার রসিদ, আর.সি. বই, ট্যাক্স টোকেন, বীমা সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য মূল্যবান কাগজপত্র, যা ভবানীপুর থানার আওতাধীন ছিল এবং এটি ২৯-১১-০৮ তারিখে দুপুর ১.৩০ টায় ঘটেছিল এবং তারা অভিযোগকারীকে কোনও তালিকা সরবরাহ করেনি।

৫. অভিযুক্ত নং ১, ২, ৩ এবং ৪ অন্যান্য অভিযুক্তদের সাথে যোগসাজশে উক্ত গাড়ির অভিযোগকারীর বৈধ দখল থেকে জোরপূর্বক গাড়িটি কেড়ে নিয়েছে।

৬. মালিক/অভিযোগকারী অভিযুক্ত নং ১, ২ এবং ৩ অর্থাৎ এইচ.ডি.এফ.সি. ব্যাংক লিমিটেডের কর্মকর্তার সাথে গ্লিন্ডার হাউস ৮, এন.এস. রোড, ১ম তলা, কোকাতা-৭০০০১-এ বিকাল ৩.০০ টার দিকে যোগাযোগ করেন। এবং উক্ত গাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেও অভিযুক্ত নং ১, ২, এবং ৩ এর কর্মকর্তারা অভিযোগের সাথে দুর্ব্যবহার ও মারধর করেন এবং গাড়িটি বিক্রি করার হুমকি দেন।

৭. অভিযুক্ত নং ১ গাড়িটি চুরি হয়েছে জেনেও গাড়িটি সঠিকভাবে গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের সাথে যোগসাজশে অসৎভাবে গাড়িটি আটকে রাখেন। আই.পি.সি. এর ৪১০ ধারা অনুসারে গাড়িটি চুরি করা সম্পত্তি।”

২০. বর্তমান মামলার সাথে জড়িত বিতর্ক বুঝতে হলে, শুরুতেই এটি লক্ষ্য করা উচিত যে প্রাসঙ্গিক চুক্তিটি "ভাড়া-ক্রয়" চুক্তি নয় বরং একটি "গাড়ি ঋণ চুক্তি"। অতএব, গাড়ির মালিকানার পক্ষে ব্যাঙ্কের কাছে গাড়ির দখল নেওয়ার ন্যায্যতা প্রমাণ করার সুযোগ নেই।

২১. এই ধরনের ক্ষেত্রে এফ.আই.আর. বাতিল করার বিষয়টি মোকাবেলা করার সময়, আদালতের গাড়ির মালিকানা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন নাও হতে পারে। ঋণ বা ভাড়া-ক্রয়ের পরে গাড়ির দখল নেওয়ার কাজ

চুক্তি নিজে থেকে ফৌজদারি মামলার জন্ম নাও দিতে পারে। তবে, একই সাথে, এটি অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে গাড়ির পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাংক বা অর্থদাতা কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি আইন দ্বারা স্বীকৃত পদ্ধতি মেনে চলতে হবে। ব্যাংক ভারতীয় দণ্ডবিধি বা অন্য কোনও প্রযোজ্য আইন দ্বারা নিষিদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না।

২২. এফ.আই.আর. বাতিল করার সাথে সম্পর্কিত আইনের নীতি সুনিশ্চিত। যখন এফ.আই.আর. বিদ্বেষপূর্ণভাবে দায়ের করা হয় এবং অভিযোগে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আমলযোগ্য অপরাধের উপাদান দেখা না যায়, তখন ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ৪৮২ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বাতিল করা যেতে পারে। [দেখুন: (১৯৯২) সাপ্লাই ১ এসসিসি ৩৩৫ (হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল), এআইআর ১৯৬০ এসসিসি ৮৬৬ (আর.পি. কাপুর বনাম পাঞ্জাব রাজ্য) এবং (২০২১) এসসিসি অনলাইন এসসিসি ৩১৫ (নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য)]। ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে অর্থদাতা বা ব্যাংকের নির্দেশে গাড়ির দখলের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফ.আই.আর.-এর সাথে মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে উল্লিখিত নীতিগুলির কোনও বিচ্যুতি হতে পারে না। উপরোক্ত মামলাগুলিতে যে পরীক্ষাটি উল্লেখ করা হয়েছে, সেই একই পরীক্ষা প্রয়োগ করা উচিত। যদি এফ.আই.আর.-এর সরল পাঠে মনে হয় যে অর্থদাতা বা ব্যাংক ভারতীয় দণ্ডবিধি বা অন্য কোনও আইনের অধীনে অপরাধ গঠনকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তাহলে এফ.আই.আর. বাতিল করা যাবে না।

২৩. আমার মতে, বর্তমান এফ.আই.আর.-এর সরল পাঠ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ এবং ৩৮৪ ধারার অধীনে কোনও অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি প্রকাশ করে না কারণ উভয় আবেদনকারীর বিরুদ্ধে বর্তমান মামলায় অসৎ উদ্দেশ্যের কোনও উপাদান জড়িত নেই।

শ্রী দত্ত যথাযথভাবে **চরণজিৎ সিং চাড্ডার (উপরে)** ১৩ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছেন, যা নিম্নরূপঃ

"১৩. কিন্তু তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, ভাড়া-ক্রয় চুক্তির অধীনে ভাড়াটেকে সরবরাহ করা গাড়িটি মালিক কর্তৃক পুনঃদখল করা চুরির সমান হবে না কারণ "অসৎ উদ্দেশ্য" এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটির অভাব রয়েছে। "অসৎ উদ্দেশ্য" উপাদানটি, যা চুরির অপরাধ গঠনের জন্য একটি অপরিহার্য উপাদান, তাকে পক্ষগুলির মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তির অধীনে তার অধিকার প্রয়োগকারী ব্যক্তির সাথে যুক্ত করা যাবে না কারণ তার অন্যায়ভাবে লাভ করার বা ভাড়াটেকে অন্যায়ভাবে ক্ষতি করার কোনও উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে। এটি লক্ষণীয় যে "অসৎভাবে" শব্দটিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ২৪ এর অধীনে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

"২৪. 'অসৎভাবে'—যে কেউ একজনকে অন্যায়ভাবে লাভ করার বা অন্য ব্যক্তির অন্যায়ভাবে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কিছু করে, তাকে সেই কাজটি 'অসৎভাবে' করার কথা বলা হবে।"

২৪. প্রাসঙ্গিক এফ. আই. আর. এটাও স্পষ্ট করে দেয় যে আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ হল যে তারা "অভিযোগের সাথে দুর্ব্যবহার ও দুর্ব্যবহার করেছে এবং গাড়িটি বিক্রি করার হুমকি দিয়েছে"।

২৫. সংশ্লিষ্ট ঋণ চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সম্মতিসূচক পরিণতি হওয়ায় গাড়িটি বিক্রি করাকে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না।

২৬. আমার দৃষ্টিতে, শ্রী দত্তের এই যুক্তি যে "গাড়ির বিক্রয়" কে "হুমকি" বা এড়ানোর উপায় হিসাবে দেখা যায় না, তা সুপ্রতিষ্ঠিত।

২৭. এফ.আই.আর.-এ কেবল দুর্ব্যবহার এবং মারধরের অভিযোগগুলিও ভারতীয় দণ্ডবিধির কোনও বিধানকে আকর্ষণ করে না, বিশেষ করে

যখন ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩ এর অর্থের মধ্যে "আঘাত" এর কোনও মামলা তৈরি করা হয়নি।

২৮. উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে বর্তমান ফৌজদারি মামলা চালিয়ে যাওয়ার কোনও যুক্তি আমি দেখতে পাচ্ছি না।

২৯. তদনুসারে, আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮৪/৩৭৯/৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে ২১ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখের ভবানীপুর পি.এস. মামলা নং ৩১৫ বাতিল করা হল।

৩০. ২০০৯ সালের সি.আর.আর. নং ১৯৫৮ অনুমোদিত এবং সংযোগ আবেদন - যা ২০১০ সালের আই.এ. নং সি.আর.এ.এন.১ (২০১০ সালের পুরাতন নং সি.আর.এ.এন. ১১৬৫) - নিষ্পত্তি করা হল।

৩১. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলা সাপেক্ষে, পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি কৌশিক চন্দা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal